Press Release

BUILD/02/2025/54 Date: 24 February 2025

**Attn:** News Editor/ Chief Reporter/ Assignment Editor /Business Page-in-Charge:

**Title:** উচ্চ মূল্যস্ফীতি ব্যবসা ও বিনিয়োগের অন্তরায়

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর ফিনান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটি (এফএসডিডব্লিউসি) এর ১২ তম সভা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিল্ড সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর -১ মিস নুরুন নাহার ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রারম্ভে বিল্ড সিইও ফেরদৌস আরা বেগম এফএসডিডব্লিউসি এর ১১ তম সভার সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন এবং পরবর্তিতে চলমান মূল্যস্ফীতি নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন করা হয় যেখানে ১১তম সভায় প্রস্তাবিত ১৫টি সুপারিশমালার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পূর্বের বৈঠকে বিল্ড থেকে প্রস্তাবিত ৬টি প্রস্তাবনা অনুমোদন এর জন্য বিল্ড সিইও বাংলাদেশ ব্যাংককে কৃতজ্ঞতা জ্ঞ্যাপন করেন। এ প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন প্রিফাইনান্সিং ফান্ড (ইএফপিএফ) এর জন্য একটি অনলাইন সফটওয়ার তৈরি করা, ইএফপিএফ এর সুরক্ষার জন্য সার্কুলার প্রণয়ন করা, রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতিতে সামঞ্জস্য আনা, স্মার্টভিত্তিক সুদহার নির্ধারণ প্রক্রিয়া বাতিল করা প্রভৃতি। বাকি সুপারিশমালাগুলোর মধ্যে কতিপয় প্রক্রিয়াধীন ও কতিপয়ের ব্যাখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদান করেছে উক্ত বৈঠকে।

অন্যান্য সুপারিশমালার জবাবে মিস নুরুন নাহার ইএফপিএফ এর বিদ্যমান ১০ হাজার কোটি টাকার ফান্ডের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে উল্লেখ করেন। তিনি আরও অবহিত করেন যে, বিদ্যমান মুদ্রানীতির কাঠামোতে ইএফপিএফএর সুদের হার কমানো সম্ভব নয় তবে তিনি ইএফপিএফ সুবিধা আংশিক রপ্তানীকারকদের কাছে বর্ধিত করার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন যেহেতু এটি নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। তিনি অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত একটি নীতির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে একজন অনিবাসী বাংলাদেশী দেশীয় মুদ্রায় সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন ও দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করতে পারবেন।

বিল্ডের রিসার্চ এসোসিয়েট আসিফ হায়দার সভার দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের চলমান মূল্যস্ফিতি ও এর প্রতিকার নিয়ে একটি পলিসি পেপার উপস্থাপন করেন। এ গবেষণায় তুলে ধরা হয় যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপনের মাত্রা ৯.৮% থেকেও কমে ডিসেম্বর ২০২৪ এ ৭.৩% তে নেমে গিয়েছে। যেখানে সরকারি খাতে প্রক্ষেপনের লক্ষ্যমাত্রা ১৪.২% থেকেও বেড়ে ১৮.১% তে উন্নীত হয়েছে। এ পেপারে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতির কতিপয় কারণ উঠে আসে যেমন বাজারে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম, উচ্চ নীতি সুদহার, টাকার অবমূল্যায়ন, সরবরাহ ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে কোন অভিযান পরিচালনা না করা, রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজের ক্ষেত্র সীমিত থাকা প্রভৃতি।

অন্যান্য দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সাফল্য পর্যালোচনা করে, বিল্ড এ পেপারে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করে। প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ব্যাংকের তারল্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সিকিউরিটি ব্যক্তি খাতে না রেখে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমিত রাখা, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক করা, ক্রলিং পেগ অকার্যকর হয়ে যাওয়ায় ধীরে ধিরে বাজার ভিত্তিক মুদ্রাবিনিময় হার গ্রহণ করা, সিএমএসএমই খাতে রি-ফাইন্যান্সিং স্কিম প্রদান করা, নানা সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণে মুদ্রানীতি-রাজস্বনীতি সমন্বয় কাউন্সিলের নিয়মিত বৈঠক আয়োজন করা, ব্যাংকের স্প্রেড রেট কমানো, বৈদেশিক মুদ্রায় এগ্রিগেটরদের প্রভাব হ্রাস করা প্রভৃতি।

মিস নুরুন নাহার গবেষণাটির প্রশংসা করেছেন এবং ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৭-৮% এর মধ্যে নেমে আসার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানান, ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ রিকোয়্যারমেন্ট রেট বাড়ানোর বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যালোচনা করবে। অর্থনীতি আনুষ্ঠানিক করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এনবিআরের সঙ্গে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এছাড়া, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ফরেক্স মার্কেটে অ্যাগ্রিগেটরদের আধিপত্য কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারভিত্তিক এক্সচেঞ্জ রেট চালুর আশা করছে। তিনি ফিসক্যাল-মনিটারি কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিলের নিয়মিত সভা আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন, যাতে সরকারি এজেন্সি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর উচ্চ স্প্রেড রেট কমানোর বিষয়টিও পর্যালোচনা করবে।

তিনি আরও জানান, সিএমএসএমই বিষয়ক সমস্যাগুলো সমাধান করতে শীঘ্রই একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করা হবে।

আলোচকরা জানান, দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিলম্বিত হওয়া নীতিগত প্রতিক্রিয়া একটি উদ্বেগের কারণ। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যুগ্ম সচিব নূরুল আবছারের প্রশ্নের জবাবে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি শেখ মুরশিদুল ইসলাম জানান, কৃষিপণ্য সংরক্ষণে বেসরকারি কোল্ড স্টোরেজের মূল্যবৃদ্ধি মোকাবেলায় সরকার একটি পাবলিক সেক্টর কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য ওয়াজিদ হাসান শাহ বলেন, কমিশন তার কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানোর জন্য বিদ্যমান আইন কাঠামো পর্যালোচনা করছে। ডিসিসিআই এর মহাসচিব ড. এ.কে.এম. আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট লক্ষ্যমাত্রার বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জানান যে, বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। তিনি বাজার মেকানিজমের সঙ্গে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব নীতির সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দেন। এমসিসিআই এর প্রোগ্রাম অফিসার আদিত্য মজুমদার জানান, এমসিসিআই অর্থনীতিকে আনুষ্ঠানিক করার জন্য আইএলও’র সঙ্গে কাজ করছে ।

বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসিং অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)-এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ ইকতাদুল হক বিল্ড (বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট) এর ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (সিএমএসএমই) জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার প্রস্তাবকে সমর্থন করেন এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিক কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) জনাব সুমন চন্দ্র সাহা বলেন, ঋণের সুদের হার বৃদ্ধির কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাঁচামালের খরচ বেড়ে গেছে। তিনি এসএমই খাতের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের কার্যকর বিতরণের ওপর জোর দেন। বিকেএমইএ (বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)-এর প্রতিনিধি মোঃ সজিব হোসেন উল্লেখ করেন যে, এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন প্রি-ফাইন্যান্স (ইএফপিএফ) কার্যক্রম এখনো গতি পায়নি, বরং এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তিনি বলেন, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মজুরি বোর্ডের সুপারিশকৃত মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি তাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিনিধিরা জানান যে, তারা মূল মূল্যস্ফীতি (কোর ইনফ্লেশন) হিসাবের জন্য ২০১৬ সালের পরিবর্তে ২০২২ সালকে নতুন ভিত্তি বছর হিসেবে নির্ধারণের পরিকল্পনা করছে, যেখানে ভোক্তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব শিহাব উদ্দিন আহমেদ বিল্ড-এর সুপারিশগুলোর প্রতি সমর্থন জানান এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মাগফিরুল হাসান আব্বাসী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রায় এক মাস আগে একটি মূল্য পর্যবেক্ষণ সেল গঠন করেছে, যা সরবরাহ ব্যবস্থায় কোনো ধরনের ব্যাঘাত এড়াতে কার্যকরভাবে কাজ করছে।

সভা শেষে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব খান মোহাম্মদ সাইফজাদা বলেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো নির্দিষ্ট ব্রড মানি লক্ষ্যমাত্রা নেই, বরং তারা একটি প্রক্ষেপণ তৈরি করে মাত্র। তিনি আরও বলেন, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য নেগেটিভ থাকায় নেট বিদেশি সম্পদের প্রবৃদ্ধি কমে গিয়েছিল, তবে বর্তমানে চলতি হিসাব খানিকটা স্থিতিশীল হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে।

সভায় অর্থনীতিবিদ, একাডেমিক গবেষক, ব্যাংক, চেম্বার ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতি নিয়ে তাঁদের মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা আশা করেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা শীঘ্রই সফলতা অর্জন করবে।